OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 886 - 893
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ও ইয়োরোপের বিখ্যাত মণীষীগণ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন

সায়ন্তন নন্দী
Email ID: sayantannandi4383@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
France, Germany, Prague, Sweden, Peru, Ocampo, Winternitz, Paris, Austria.

Abstract
Rabindranath Tagore, while travelling across different parts of Europe, came into contact with many famous European intellectuals. This discussion talks about those thinkers whom he met during that time. It also shows how a simple man from the East, who stepped onto foreign soil, formed meaningful connections with great Western intellectuals.

Discussion

১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপ-সফর নানা কারণে স্মরণীয়। যাঁরা এই সফরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন না তাঁদের পক্ষে ধারণা করা শক্ত, কী হৃদ্যতার সঙ্গে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ সংবর্ধিত হয়েছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় লোক থেকে শুরু করে আপামর সাধারণ সবাই তাঁকে প্রভূত সমাদরে বরণ করে নিরেছিলেন। কেবল কবি বা মনীষী বলে নয়, দ্রষ্টা সাধক রূপেও তিনি গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন সমস্ত লোকের। আমরা সচরাচর মনে করি, পশ্চিমদেশের লোকেরা যুক্তিবাদী, ভাবের আতিশয্য তাদের স্বভাবগত নয়। এই ধারণা যে কত ভিত্তিহীন, সেকথা প্রমাণ হল ইয়োরোপে। স্টেশনে স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করবে, রবীন্দ্রনাথের জোব্বার প্রান্তটুকু নত হয়ে চুম্বন করবে, এর জন্যে লোকে একেবারে ভেঙে পড়ত যেন। ইয়োরোপের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই ভক্তির বন্যা ছড়িয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে।

ওতূর দ্যু মঁদ এবং আরি বের্গসঁ : ওতূর দ্যু মঁদ-এ মঁসিয়্য কান্-এর অতিথি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন ছিলেন ইয়োরোপে। কান্ এর আতিথেয়তা সর্বজনবিদিত, এমন দিন ছিল না যেদিন মধ্যাহ্ন কিংবা সান্ধ্যভোজে কোনো খ্যাতনামা লেখক কিংবা শিল্পীর সঙ্গে দেখা না হত। আরি বের্গসঁ-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এই রকম একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণ সুধীর রুদ্র সমসাময়িক 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সুধীর রুদ্র সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পরে শোনা যায়, এরকম ঘরোয়া আলাপ তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে বের্গসঁ একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। ফরাসিরা ইংরেজি বড়ো একটা বলতেন না। সে দিক থেকে বের্গসঁর সঙ্গে আলাপ করে রবীন্দ্রনাথ বেশ তৃপ্তি পেতেন। বের্গসঁ ইংরেজি বলতেন প্রায় তাঁর মাতৃভাষার মতো - আর তা না পারবেনই বা কেন, বের্গসঁর মা ছিলেন স্কটল্যান্ডদেশীয়া। তবে তাঁর ইংরেজিতে একটা স্কচ টান এসে পড়ত-এই পর্যন্ত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কঁতেস দ্য ব্রিমঁ এবং কঁতেস দ্য নোয়াই : কঁতেস দ্য ব্রিমঁ ছিলেন ফ্রান্সের এক নামকরা মহিলা কবি। তিনি প্রায়ই আসতেন রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর বাংলা কবিতার সদ্য-রচিত ইংরেজি অনুবাদ শুনতে। কখনো কখনো তাঁর শখ হত মূল বাংলায় আবৃত্তি শুনতে। রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা ফরাসিতে অনুবাদ করার ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের মুখে বাংলা আবৃত্তি শুনে মূল কবিতার ভাবরূপের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইতেন। এঁর চেয়েও নামজাদা আর-একজন মহিলা কবি যিনি আসতেন তাঁর নাম কঁতেস দ্য নোয়াই। মঁসিয়্য কান্ এঁর বিশেষ অনুরাগী। কান্-ই একদিন এঁকে নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। এঁর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের দীপ্তি যেন এক মুহূর্তেই সেখানে উপস্থিত সবাইকে মোহিত করে দিয়েছিল। প্রাণের উচ্ছলতায়, ভাবপ্রকাশের অকুণ্ঠিত ভঙ্গিতে এবং খেয়ালখুশিতে ইনি নিখুঁত ফরাসি-যৌবনে ইনি নিশ্চয় অনেক পুরুষের মনোহরণ করে থাকবেন। বিদায় নেবার আগে কঁতেস রবীন্দ্রনাথকে বলে যান, তিনি এসেছিলেন প্রাচ্য কবির হৃদয় জয় করে নিতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপে তাঁর সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন শ্রদ্ধাশীল ভক্তের হৃদয় নিয়ে।

আঁদ্রে : কয়েক বছর আগে কার্পলেস্ ভগ্নীদ্বয় যখন ভারতে এসেছিলেন তখনই তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের সূচনা হয়। বড়ো বোন আঁদ্রে ছবি এঁকে প্যারিসের সমঝদার মহলে বেশ নাম করেছিলেন। ছোটো সুজান সংস্কৃতের ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এঁদের ভক্তিশ্রদ্ধার তুলনা হয় না। ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন এঁরা সব সময় রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিলেন। রথীন্দ্রনাথের স্ত্রীর সঙ্গে আঁদ্রের সখ্য ছিল নিবিড়। আমরণ (১৯৫৬-র নভেম্বরে আঁদ্রের মৃত্যু হয়) আঁদ্রের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। প্যারিসের শিল্পী ও বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথদের অন্তরের যোগ ঘটেছিল কেবলমাত্র আঁদ্রের মধ্যস্থতায়। রাজনীতি ও আর্থিক ক্ষেত্রে পর পর অনেকগুলি বিপর্যয়ের ফলে প্যারিসের জীবনে সম্প্রতি অনেক অদলবদল ঘটে গেছে। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ যে-সময়ের কথা বলছেন, তখন প্যারিসের চেহারা ছিল অন্য রকম। প্যারিসকে বলা যেতে পারে তৎকালীন ইয়োরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী। এখানকার আবহাওয়ায় যেন ওতপ্রোত হয়ে ছিল চিন্তা ও শিল্পের জগতে দুঃসাহসিক অভিযানের অক্লান্ত প্রয়াস। ছিল জীবনের রস নিঃশেষে সম্ভোগ করার জন্য আকুল আগ্রহ। এই বহুবিচিত্র ঐশ্বর্যময় প্যারিসীয় জীবনের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন আঁদ্রে। চিত্রকলার জগতে এই সময় নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট সম্প্রদায়। সেজান্, মানে, রেনোয়া, গোগ্যাঁ, ভ্যান গগ্, রদ্যাঁ প্রভৃতির কাজ নিয়ে তখন প্যারিসের সর্বত্র আলোচনা চলছে-মতদ্বৈধের ঝড় বয়ে যাচ্ছে রাজধানীর সর্বত্র। সরকারি পৃষ্ঠ-পোষকতায় তখন যেসব প্রদর্শনী হত - এইসব শিল্পীর কাজ তখনো সে-সব প্রদর্শনীতে প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন –

> "এই নতুন গোষ্ঠীর কিছু কাজ দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, আঁদ্রে একদিন প্লাস দ্য মাদলেইন-এর এক ছবির দোকানে আমাদের নিয়ে গেলেন। বোধ করি সেই প্রথম ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট গোষ্ঠীর অনেকগুলি ছবি একত্র করে একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। এই-সব ছবি দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম আমরা। আমার নিজের বিশেষ ভালো লাগল ভ্যান গগ্-এর ছবি। এই পাগল শিল্পীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আজও অটুট রয়ে গেছে।"[১]

সিলভ্যাঁ লেভি : রবীন্দ্রনাথকে তখন খুব আদর-যত্ন করে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতেন। হাল্ ও জারদ্যাঁ দে প্লাঁত্-এর কাছে তাঁরা যে ফ্ল্যাটে থাকেন, তার পরিবেশ একটুও মনোরম ছিল না। কিন্তু ঘরে একবার ঢুকলে পর বাইরের জগৎটা একেবারে যেন আড়ালে পড়ে যেত। সেখানকার অন্তরঙ্গ পরিবেশে আর মাদাম লেভির মাতৃসুলভ সেবাযত্নে দুদিনেই তাঁদের সেই ফ্ল্যাট যেন রথীন্দ্রনাথদের ঘরবাড়ি হয়ে উঠল। প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদরূপে অধ্যাপক লেভির তখন ইয়োরোপে বিশেষ খাতির। মহাপণ্ডিত হলে কী হয়, সামাজিক মেলামেশায়, হাসিঠাট্টায় তাঁর তুলনা মেলা ভার। ছাত্রেরা তাঁকে গুরুর মতো পুজো করত। গুরু-শিষ্যের সেই মধুর সম্পর্ক ভারতের তপোবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই মেলামেশার সুত্রেই রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক লেভিকে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানান। স্থির হয় প্রথম বিদেশী অধ্যাপক হিসেবে লেভি শান্তিনিকেতনে আসবেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আঁদ্রে জীদ্ এবং রম্যাঁ রোলাঁ : ফরাসী সাহিত্যের যে দু-জন মহারথীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসুক ছিলেন তাঁরা হলেন আঁদ্রে জীদ্ ও রম্যাঁ রলাঁ। কয়েক বছর আগেই জীদ্ ফরাসি ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদ করেছেন, কিন্তু তা হলে কী হয়, তাঁর সঙ্গে তখনো রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নি। রলাঁর বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, লোকটি তাঁর সমগোত্রীয় হবেন, অথচ রলাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি। আশ্চর্যের কথা বলতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখনই রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন ফরাসিরা এমন ভাব করতেন যেন কথাটা তাঁরা ঠিক শুনতে পাননি। আসলে পরাজিত জর্মানির প্রতি রলাঁ কিঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখিয়েছেন বলে ফ্রান্সে তিনি ত্যাজ্য ও অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়েছেন। ফলে যদিও রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত জানতেন রলাঁ তখন প্যারিসেই আছেন-কেউ তাঁর খোঁজখবর দেয়নি। বহু চেষ্টার পরে তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন রথীন্দ্রনাথ গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাটের ওপর ফ্ল্যাট সাজানো একটা মস্ত বাড়ির একেবারে উপরতলায় রলাঁ বাসা নিয়েছেন। অপ্রশস্ত সিড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে, তবে সেই ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছানো যায়। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "ইতিপূর্বে আমি রলাঁকে কখনো দেখি নি, তাঁর ছবিও পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কড়া নাড়তে রোগা ইস্কুল মাস্টারের মতো চেহারার আধবয়সী একজন লোক দরজা খুলে দিল। দেখে বুঝতেই পারিনি যে ইনিই স্বয়ং রলাঁ। রলাঁর নাম শুনে ও তাঁর লেখা পড়ে আমার কল্পনায় তাঁর যে ছবিটি ছিল, তার সঙ্গে বাস্তবের সামান্যই মিল। দেখা তো হল, কিন্তু মুখে কি ছাই কথা আসে? বেশ বুঝলাম রলাঁ ইংরেজি একবর্ণও বলতে পারবেন না-ফরাসি ভাষায় আমার জ্ঞানও তথৈবচ। সুতরাং কাজের কথা কিছু সম্ভব নয় জেনে অবিলম্বে গাত্রোত্থান করতে হল। বেশ কয়েক বছর পরে রলাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ ভালো করেই জমেছিল-তখন তিনি প্যারিসের পাট চুকিয়ে দিয়ে সুইজারল্যান্ডে বসবাস করছেন।"[২]
>
> "আঁদ্রে জীদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ব্যাপারটা আরো চমৎকার। একদিন প্রতিমা ও আঁদ্রের সঙ্গে প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছি। ওতই এর পিছনে বোয়া দ্যু বুলোঁর প্রান্তে আধুনিক ধাঁচের একটা অদ্ভুত বাড়ির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাদের বান্ধবী বললেন, জীদ্ ওই বাড়িতে থাকেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বললেন যে, জীদ্ খুব খামখেয়ালি ধরনের মানুষ এবং বাড়িতে অতিথিসমাগম একেবারেই পছন্দ করেন না। আমরা ঠিক করলাম একবার চেষ্টা করে দেখব। দরজার কড়া নাড়লাম, কিন্তু কোনো সাড়া নেই। আমরা ফিরে আসছি, এমন সময় ঢিলে ড্রেসিং গাউন পরা একটি মূর্তি ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়ে, দরজা হাট করে খুলে দিয়েই অদৃশ্য! আমরা হতভম্ব হয়ে দেখলাম পলায়মান মূর্তিটি এক-এক লাফে দু-দুটো সিঁড়ি অতিক্রম করে বাড়ির রহস্যময় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আঁদ্রে জানালেন জীদ্ মানুষটি অতিরিক্ত লাজুক বলেই তাঁর এরকম অদ্ভুত ব্যবহার।"[৩]

সেনিওরা ভিত্তোরিয়া ওকাম্পো : আর-একজন স্মরণীয় ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে এই প্যারিস শহরে, তিনি হলেন সেনিওরা ভিত্তোরিয়া ওকাম্পো। অবশ্য এই সাক্ষাৎকার ১৯২০ সালে হয়নি, হয়েছিল আরো ছ-বছর পরে। কবি, লেখিকা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি তাঁর স্বদেশ আর্জেন্টিনায় সুপরিচিত ছিলেন। সুদূর প্যারিসে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ তিনি প্রায়ই প্যারিসে বেড়াতে আসতেন। তাঁর অভিজাত আচার ব্যবহার এবং তাঁর মধুর স্বভাবের জন্য অনেকেই আকৃষ্ট হতেন। তিনি যখন আসতেন, লৌকিকতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে সোজা চলে যেতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর-এত স্নেহ করতেন যে রবীন্দ্রনাথের তুচ্ছতম খেয়ালটুকু মেটাবার জন্য হেন কাজ ছিল না যা তিনি করতে না পারতেন। তাঁর রাজোচিত স্বভাবের জন্য মাঝে মাঝে জটিল সমস্যাও দেখা দিত। ১৯২৪-এ পেরু কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন, তখন সেনিওরা ওকাম্পোর নির্বন্ধাতিশয়ে পেরু-ভ্রমণ বাতিল করে দিতে হয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল অসুস্থ শরীরে আন্দিস পর্বত পেরিয়ে পেরু-অভিযানের কষ্ট রবীন্দ্রনাথের সহ্য হবে না। তাঁর বিধানমতো রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় নিতে হল বুয়েনোস এয়ারেসের উপকণ্ঠে অবস্থিত সেনিওয়ার পল্লীনিবাসে। পরে অবশ্য জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কিন্তু তা হলে কী হয়, পেরুর আমন্ত্রণ রক্ষা না করার দরুণ আর্জেন্টিনা ও পেরুতে সে-যাত্রা দস্তুর মতো রাজনৈতিক মন-কষাকষি ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ একটু সুস্থ হয়ে উঠলে রোজ যে চেয়ারে বসতেন সেটি তাঁর বেশ প্রিয় হয়ে উঠল। ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের ফেরার সময় আসন্ন; দুচার দিনের মধ্যে জাহাজ বুয়েনোস এয়ারেস বন্দর ছাড়বে। সেনিওরা স্থির করলেন রবীন্দ্রনাথের জাহাজের যে-দুটি ক্যাবিন নির্দিষ্ট হয়েছে সে-দুটি তিনি নিজের হাতে সাজিয়ে দেবেন। সে তো না হয় হল, কিন্তু তিনি যখন বললেন রবীন্দ্রনাথের সেই প্রিয় চেয়ারটি সঙ্গে যাবে, জাহাজ কোম্পানির কর্তারা তখন বেঁকে বসে, কারণ ক্যাবিনের দরজা দিয়ে সে চেয়ায় ঢোকানো অসম্ভব। সেনিওরা জানতেন কী করে মানুষকে বশে এনে আজ্ঞাবহ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত কবজা খুলিয়ে ক্যাবিনের দরজা সরিয়ে, চেয়ারটিকে যথাস্থানে বসিয়ে তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন। সে চেয়ারটি রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'বিজয়া'র (সেনিওরা ভিক্তোরিয়াকে রবীন্দ্রনাথ এই নামে ডাকতেন) প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ এখনো শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত রয়েছে।

১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ আবার যখন প্যারিস যান, সঙ্গে ছিল তাঁর আকা কিছু ছবি। ছবি দেখে কয়েকজন ফরাসি শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে একটা চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, চট করে প্যারিস শহরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব বললেই হয়। মোটামুটি পছন্দসই একটা হল পেতে হলে বছরখানেক আগের থেকে চেষ্টাচরিত্র করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ সেনিওরা ওকাম্পোরে তারযোগে অনুরোধ জানান তিনি এসে যেন রবীন্দ্রনাথের সহায় হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে এলেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন বিনা আয়াসেই প্রদর্শনীর সবরকম ব্যবস্থা তাঁর সাহায্যে সম্পন্ন হয়েছিল। 'তেআতর পিগাল' গ্যালারিটি পাওয়া যায়, যথাসময়ে কাগজে কাগজে প্রদর্শনী বিষয়ে প্রচার শুরু হল। অল্প কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের কাছাকাছি একটা দিনে প্রদর্শনী খোলা হল। ফরাসিরা প্রথম প্রথম তো বিশ্বাসই করতে চাননি যে এত অল্প কয়েকদিনের চেষ্টায় প্যারিস শহরে এরকম একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে।

ফ্রেডেরিক ভ্যান এডেন : মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর ফ্রান্স থেকে সরাসরি জর্মানি যাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন হল্যান্ড হয়ে। ডাচ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বইয়ের অনুবাদক ডক্টর ফ্রেডেরিক ভ্যান এডেন-এর সঙ্গে দেখা হয় হল্যান্ডে। ভ্যান এডেন ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, কিন্তু মহাযুদ্ধের অমানুষিক বর্বরতা দেখে মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস টলে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়, তিনি তখন একটা আশ্রম-গোছের প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে ব্যস্ত। তাঁর ইচ্ছা, সে আশ্রমে যাঁরা বসবাস করতে আসবেন তাঁরা মহৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবেন, কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা হবে সরল ও অনাড়ম্বর। কার্যত দেখা গেল, উচ্চমার্গের চিন্তার অজুহাতে লোকেরা আরামে থাকাটাই পছন্দ করছে। বলাই বাহুল্য, অনুরূপ অন্যান্য অনেক আদর্শবাদী সাধু সংকল্পের মতো ভ্যান এডেনের আশ্রমও রূঢ় স্বার্থবুদ্ধির সংঘাতে ভেঙে গিয়েছিল।

গ্র্যাণ্ড ডিউক : রবীন্দ্রনাথ জর্মানিতে যে ধরনের অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "আমাদের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ডার্মস্টাটে আমরা যে-একটা সপ্তাহ ছিলাম। ডার্মস্টাটে আমরা ছিলাম হেসসে-র গ্র্যাণ্ড ডিউকের অতিথি হয়ে।"[৪]

কাইজার ও মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে আত্মীয়তার জন্যই যে গ্র্যাণ্ড ডিউক সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন-এ অনুমান ঠিক নয়। সাধারণ লোকের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন তাদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার দ্বারা তাঁর চরিত্র মাধুর্যে। বিপ্লবের পরেও তাঁর জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি।

> "ডিউক আমাদের একটা মজার গল্প বলেছিলেন : যেদিন বিপ্লবের শুরু, বিপ্লবীদের মস্ত একটা দল এসে তাঁর প্রাসাদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচুর হল্লা শুরু করে দিল। কী ব্যাপার? বিপ্লবীরা নাকি তাঁর প্রাসাদ দখল করে নিতে চায়। তাই নাকি? তা বেশ তো। তিনি প্রাসাদের গেট উন্মুক্ত করে দিয়ে সবাইকে ডেকে বললেন, খাও দাও, ফুর্তি করো। ডিউকের ক্ষৌরকার ছিল দলের পাণ্ডা। তার নেতৃত্বে সমস্ত দল গিয়ে ঢুকল মদের ভাঁড়ারে। প্রচুর মদ্য পান করার পর ডিউকের অনুমতিক্রমে তাঁর যতগুলো

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> মোটরগাড়ি ছিল সব বের করে আনল। তার পর মোটরে চড়ে শহরময় পাগলের মতো টহল দিয়ে বেড়াল। সন্ধ্যাবেলা সব উত্তেজনা শান্ত হয়ে এল-ডিউককে আর তাঁর প্রাসাদ ছাড়তে হল না।”[৫]

কাউন্ট হেরমান কাইজারলিং : ডার্মস্টাটে তাঁদের সপ্তাহব্যাপী অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ কোনো ধরাবাঁধা দৈনন্দিন কার্যসূচি ছিল না। না ছিল সংবর্ধনা, না সভা-সমিতি। সে-কয়দিন প্রাসাদের বাগান খুলে দেওয়া হয়েছিল সর্বসাধারণের জন্য। সকালে কিংবা বিকালে, যখনই বেশ কিছু লোক জমায়েত হত, রবীন্দ্রনাথ বাগানে নেমে এসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। ডার্মস্টাটে রবীন্দ্রনাথের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন কাউন্ট হেরমান কাইজারলিং। তিনিই এই-সব উদ্যানসভায় রবীন্দ্রনাথের দোভাষীর কাজ করতেন। এ কাজে তাঁর পটুতা ছিল অসাধারণ, তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্বকথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেও রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তি বোধ করতেন না। মাঝে মাঝে সমবেত লোকেদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নানা প্রশ্ন তুলত, রবীন্দ্রনাথও সাধ্যমতো সেইসব বিষয়ে তাঁর মতামত বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতেন। দুঃখ হয়, এইসব কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার হুবহু বিবরণ রাখা হয়নি। সেরকম একটা অনুলিখন থাকলে যুদ্ধোত্তর জর্মানির নানা সমস্যার বিষয়ে সাধারণ জর্মানদের মতামত যেমন জানা যেত, তেমনি জীবন ও দর্শন বিষয়ক অনেক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত ও চিন্তা সকলের গোচর হত। গ্র্যান্ড ডিউকের প্রাসাদে কাইজার-পরিবারের বেশ কয়েকজন সে-সময় বসবাস করছে। কাইজারের ছেলেদের মধ্যে সবাই সেখানে ছিলেন এক যুবরাজ ছাড়া। একদিন কাইজারের মেজো ছেলে রথীন্দ্রনাথকে ধরলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি যাবেন ও একান্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন এবং ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। কঠোর-হৃদয় একজন জর্মান যে ভাবাবেগে এমন অভিভূত হতে পারেন, এ তাঁদের ধারণার অতীত ছিল। সাক্ষাতের পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি বিশেষ ডিজাইনের ফুলদানি উপহার দেন-বললেন ফুলদানিটি ওঁর অন্তরাশ্রিত ভাবের দ্যোতক। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘আমার লাভ হল একটা সিগারেট-কেস-তার উপরে হোহেনৎসোল্লের্ন রাজবংশের প্রতীক চিহ্ন খোদাই করা। রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন –

> “রবিবার দিন ডিউক ও কাউন্ট কাইজারলিং আমাদের নিয়ে মোটরে করে বেড়াতে বেরোলেন। মোটর গিয়ে থামল একটা পার্কের সামনে। ছুটির দিনে সেখানে বিস্তর লোক জমায়েত হয়েছে। আমরাও তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। একটা ছোটো টিলার উপরে পাথরের একটা বেঞ্চিতে বসবার জায়গা হল। খানিক বাদেই সেই টিলার নিচেকার ঢাল, জায়গায় পার্কের যাবতীয় লোক গোল হায় দাঁড়াল। কেউ কিছু বলবার আগেই তারা আপনা থেকেই সমবেতকণ্ঠে গান ধরল। প্রায় ঘটাখানেক ধরে এইরকম চলল-গানের পর গান। খুব কম করেও সেখানে হাজার-দুই লোক হাজির ছিল। মূল গায়েন কেউ নেই, নির্দেশক নেই, অথচ দু-হাজার কণ্ঠের এই সমবেত সঙ্গীত তালে মানে লয়ে নিখুঁত হয়ে প্রকাশ পেল। জর্মানির বাইরে ঠিক এরকম একটা ব্যাপার কল্পনাই করা খায় না। এই যে জনসাধারণের হৃদয় থেকে উদ্‌গত স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার এমন মধুর প্রকাশ-এটা বাবার খুব ভালো লেগেছিল। আমরা যখন ডার্মস্টাট ছাড়লাম, মনে হল প্রিয়জনদের ছেড়ে চলেছি।”[৬]

ক্লুট হামসুন এবং সুইডেন এ রবীন্দ্রনাথ : রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, জর্মানিতে একবার যখন গিয়ে পড়া গেছে, তখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সুইডেন না গিয়ে উপায় নেই। তাছাড়া নোবেল-কমিটির আমন্ত্রণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঠেকিয়ে রাখা শিষ্টাচারসম্মত হয় না। কাজেই যেতে হয় তাঁদের। ইয়োরোপের সুন্দর সুন্দর নগরীর মধ্যে স্টকহলম অন্যতম, এখানে কয়েকটা দিন বেশ ভালোই কেটেছিল তাঁদের। আনুষ্ঠানিক ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এমন অনেক লেখকের দেখা হয়ে গেল, যাঁদের লেখা তিনি অনুবাদে পড়েছেন। এই ভোজসভার সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং সুইডেনের রাজা। অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করলেন সেলমা লায়েরলফ (Selma Lagerlof)। রবীন্দ্রনাথের আসন পড়ল এই দুইজনার মাঝখানে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার গুণী, জ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, মনীষী অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন ক্লুট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হামসুন, বিওর্নসন, সভেন হেডিন ও ইয়োহান বোইয়ের। নোবেল-কমিটির সেক্রেটারির পাশে রথীন্দ্রনাথ বসেছিলেন। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পাই –

> "তিনি আমার কানে কানে একটা মজার গল্প বললেন-ক্লুট হামসুন যেবার প্রাইজ নিতে এলেন, সেবারকার একটি ঘটনা। ভোজসভার টেবিলে ভোজ্য যেমন পর্যাপ্ত থাকে, পানীয়ও তেমনি। নানা রকম মদের ব্যবস্থা থাকে। হামসুন জন্মেছেন গ্রামদেশে-পৈতৃক পেশা ছিল চাষবাস। সুরার প্রতি অনুরাগ তাঁর প্রবল। নোবেল প্রাইজ লাভের জন্য হামসুনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতাদি হল। এবার হামসুন প্রত্যুত্তরে তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। কোথায় হামসুন? তিনি যে-আসনে বসেছিলেন সে আসন শূন্য। হামসুন ততক্ষণে নেশায় চুর হয়ে টেবিলের তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন ও সেলমা লায়েরলফের গাউনের প্রান্ত ধরে উঠে বসবার বৃথা চেষ্টা করছেন। এ-যাত্রা কিন্তু হামসুন কোনো বেচাল করেন নি।"[৭]

সভেন হেডিন : পর্যটক সভেন হেডিনের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথদের আগের থেকেই আলাপ ছিল। আচমকা যত্র তত্র তাঁর আবির্ভাব হত; সকল দেশই ছিল তাঁর আপন দেশ। তিনি ছিলেন বিশ্বপথিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে খুব ভালোবাসতেন। এখন সাক্ষাৎ-পরিচয়ের ফলে মানুষটিকেও তাঁর খুব ভালো লাগল। খুব সহজে এঁর সঙ্গে বন্ধুতা জমে রথীন্দ্রনাথদের। ইংরেজ তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, এককালে তাঁকে যে-মানসম্মান দিয়েছিল, সব প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এজন্য হেডিন তখন ইংরেজের উপরে ভীষণ চটা। বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক অল্পবয়সি মনে হয় রথীন্দ্রনাথের। মনটাও বেশ তাজা। তিনি রথীন্দ্রনাথদের জানান, আবার তিনি মধ্য-এশিয়ার কোনো দুর্গম অঞ্চলে অভিযান করতে যাবেন।

সুইডেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে জানালেন, রবীন্দ্রনাথ যদি জর্মানিতে ফিরে যেতে চান, সুইডিশ সরকার তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁদের সেনা-বিভাগ থেকে একটি সী-প্লেনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। প্রস্তাবটা রবীন্দ্রনাথের ভালোই লাগে, বিমানযোগে যাত্রার আয়োজনও শুরু হয়। সভেন হেডিন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসে এই খবর পেলেন। খবর শুনে তিনি খুব বিচলিত হয়ে রথীন্দ্রনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সাবধান করে দিলেন, 'আমি যেন বাবাকে স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা থেকে নিবৃত্ত করি।' বললেন, নিজের দেশকে তিনি খুবই ভালোবাসেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা বলে সুইডিশ হাওয়াই জাহাজে রবীন্দ্রনাথ বার্লিন যাবেন এ হতেই পারে না। যদি একজন জর্মানি পাইলট পাওয়া যায় তো সে অন্য কথা। তখনকার দিনে বিমানপথে চলাফেরা এখনকার মতো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল না। হেডিন নিজেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে টেলিফোন করে তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথদের ফিরতে হয় সেই গতানুগতিক রেলগাড়ি আর স্টিমারেই।

কুর্ট ভোলফ : জর্মানিতে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথকে উত্তর-জর্মানির কয়েকটি জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। অতঃপর তাঁরা গিয়ে পৌঁছান দক্ষিণ জর্মানির ম্যুনখেন শহরে। এমন একটি সুন্দর জায়গা সচরাচর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের জর্মান অনুবাদ যিনি প্রকাশ করতেন সেই কুর্ট ভোলফ-এর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ অতিথি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকাশকের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। সেই সুযোগে রথীরা আর্ট গ্যালারি ও ম্যুজিয়ম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। জর্মানির বেশির ভাগ শহরই বেশ ছিমছাম ও শ্রীসম্পন্ন। কিন্তু বাভারিয়ার রাজধানী এই ছোটোখাটো ম্যুনখেন শহরের সঙ্গে যেন অন্য শহরের তুলনা হয় না। ম্যুনখেনের রূপ দেখে তাঁরা মুগ্ধ। হিটলার তখন চেলা-চামুন্ডা জোগাড় করে তাঁর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়ে তোলায় ব্যস্ত। সে সময় কেউ হিটলারকে পাত্তা দিত না। যে ব্যের-হল পরে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়েছিল-একদিন রথীন্দ্রনাথকে সেখানে নিয়ে গেলেন তাঁর ম্যুনখেনের বন্ধুরা। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁরা আমাকে একটা টেবিল দেখিয়েছিলেন যেখানে হিটলার ও তার শিষ্যেরা প্রত্যহ আসর জমাতেন।

ভিনটেরনিৎস এবং ডক্টর লেসনি : একদিন একজন অস্ট্রীয় মহিলা আসেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বললেন সোজা ভিয়েনা থেকে তিনি এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে সেখানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। রবীন্দ্রনাথ তখন প্যারিসে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা, তিনি তাঁদের রাজি করিয়ে তবে ছাড়বেন। তিনি বললেন, যুদ্ধোত্তর জগতে কোনো দেশ যদি দুর্গতির চরমে পৌঁছে থাকে, সে হল অস্ট্রীয়া। জর্মানির যতটা না দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার অস্ট্রীয়ায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি - রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দুঃখে সান্ত্বনাবিধান করতে পারবেন। যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন তিনি বক্তৃতার জন্য দক্ষিণা দেবার কথা তুললেন। বললেন, ভিয়েনার লোক দরিদ্র, কিন্তু কবিকে একবার চোখে দেখবার জন্য, কবির দু-চারটে কথা শোনবার জন্য, তারা খুশি হয়ে এক সপ্তাহ অভুক্ত থেকে, দক্ষিণা দেবার টাকা সংগ্রহ করবে। সোজা ভিয়েনা না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাহা হয়ে গেলেন। চেকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাঁদের দেশ একবার ঘুরে যাবেন। তা ছাড়া অধ্যাপক ভিনটেরনিৎসের প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, ইচ্ছা ছিল একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবার। শত শত বৎসর ধরে বোহেমিয়ানরা পরপদানত থেকে প্রচুর দুঃখ সয়েছে। ভার্সাই চুক্তির পর, প্রেসিডেন্ট উইলসনের কল্যাণে এই প্রথম তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তারা তখন আনন্দে আত্মহারা। ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাহাতে এসে পড়ায় চেকরা আরো উল্লসিত হয়ে উঠে। যাতে রবীন্দ্রনাথের চেকোস্লোভাকিয়া ভ্রমণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট মাসারিক অধ্যাপক ভিন্টেরনিৎস ও ডক্টর লেসনির হাতে সমস্ত ভার তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইতিপূর্বে কাপ্ মারত্যাঁয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাসারিকের পরিচয় ঘটেছিল। এইভাবে ইয়োরোপের দু'জন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয় এবং এই আলাপের ফলে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণক্রমে এঁরা পরে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিদিনই অনেক নিমন্ত্রণ আসত। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পাই –

> "একদিন য়ুনিভার্সিটি থেকে দুটি পৃথক নিমন্ত্রণপত্র এল - স্থান য়ুনিভার্সিটি, দিন একই, একটি সকালবেলার, অন্যটি বিকেলের। গোড়ায় একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। পরে জানা গেল বোহেমিয়া যখন জর্মান-শাসনে ছিল তখন প্রাহায় জর্মানরা একটি স্টেট য়ুনিভার্সিটির পত্তন করেছিলেন। অধ্যাপক ভিন্টেরনিৎস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দেশ স্বাধীন হবার পর অনেকের ধারণা হল জর্মানদের প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় পরাধীনতার স্মারকচিহ্ন। তাঁরা চাইলেন চেক্‌দের জন্য আলাদা জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর প্রাহা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় হবার মতো ইমারত ছিল ওই একটিই। সুতরাং স্থির হল সকালবেলার দিকে যা স্টেট য়ুনিভার্সিটি, বিকেলের দিকে তা-ই হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দুই প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাপক ও ছাত্র থাকবেন। এইভাবে সকালের দিকে আমাদের জর্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে অধ্যাপক ভিনটেরনিৎস অভ্যর্থনা করলেন, বিকেলে চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডক্টর লেসনি।"[৮]

রথীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তাঁরা প্রাহাতে যে-কিছুকাল ছিলেন, অধ্যাপক-বন্ধুদের কল্যাণে তা যেন প্রবাস বলেই মনে হয়নি তাঁদের। বলেই মনে হয়নি। ভিনটেরনিৎস, লেসনি ও অতিথিবৎসল অন্যান্য চেক বন্ধুদের ছেড়ে যেতে তাঁদের দস্তুরমতো মন খারাপ হয়ে যায়। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, তা ছাড়া প্রাহা শহরটা ভারি মনোরম, চতুর্দিকে প্রাচীন অট্টালিকা ও দুর্গের ছড়াছড়ি-স্থাপত্যের দিক থেকে এদের তুলনা হয় না। কিন্তু ভিয়েনা তখন তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভিয়েনারও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যদিচ যুদ্ধোত্তর ভিয়েনার সাধারণ লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁচেছিল। প্রাহায় তাঁরা দেখেছিলেন, অভাবিতপুর্ব স্বাধীনতার আস্বাদে লোকের মন আনন্দে ভরপুর। ঘণ্টা-কয়েকের রাস্তা পার হয়ে ভিয়েনায় পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, শহরের অধিকাংশ লোক অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে, হৃদয় তাদের নিরানন্দ। ইয়োরোপের সর্বত্র তখন এইরকম অবস্থা - কোথাও হর্ষ কোথাও বা বিষাদ। এক দেশের সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশে গিয়ে বার বার তাঁরা দেখেছেন অব্যবস্থার এরকম অদ্ভুত তারতম্য। ফ্রান্স থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন হল্যান্ড গেলেন, তখনকার একটি ঘটনা রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

> "জর্মানিতে যাবার অনুমতি পাওয়া যাবে কিনা তা তখনো পর্যন্ত নিশ্চিত ছিল না কিন্তু বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, অধ্যাপক মায়ার বেনফে ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। কেননা এঁরা বাবার কিছু লেখা জর্মান ভাষায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 110
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 886 - 893
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> অনুবাদ করেছিলেন। বাবা তাঁদের চিঠি লিখে বললেন, তারা যেন হামবুর্গ থেকে হল্যান্ডের একটি গ্রামে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করেন। সেই গ্রামে শ্রীমতী ভ্যান এগেনের অতিথিরূপে আমাদের কিছুদিন থাকবার কথা। অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী এসে পৌঁছলেন রাত্রে। পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় টেবিলে তাঁদের সঙ্গে দেখা। অল্পাহারে শীর্ণ এই জর্মান-দম্পতি টেবিলের ধারে চুপচাপ বসে আছেন। টেবিল-ভরা আহার্য-নানারকম ফল, রুটি, মাখন, পনির, ডিম, মাংস, ও আরো কত কী। তাঁরা যেন কী-একটা সংকোচে এ খাবার স্পর্শ করতেও পারছেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের দু-চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। এমন পর্যাপ্ত খাবার তাঁরা পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম একসঙ্গে দেখলেন। অথচ হল্যান্ড ও জর্মানি পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী। হাপসবুর্গ-রাজত্বের সময়ে ভিয়েনা ছিল আনন্দোচ্ছল একটি শহর। যুদ্ধের পর মনে হল এ-শহর অকাল-বার্ধক্যে জীর্ণ হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাই, কঙ্কালসার নরনারীর ভিড়, পরনে তাদের ছেঁড়া পোশাক। এ-সব সত্ত্বেও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাদের অনুরাগ যে অক্ষর ছিল, তার বহু পরিচয় পেয়ে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম। থিয়েটার, কনসার্ট অপেরা কিংবা বক্তৃতাসভায় লোকসমাগম হত প্রচুর। একবেলা না খেয়েও এ-সব অনুষ্ঠানের টিকিট কিনতে এদের দ্বিধা ছিল না।”[৯]

রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, যে অস্ট্রীয় মহিলার আগ্রহে তাঁদের ভিয়েনায় আসা, তিনি তাঁর কথা ঠিকই রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে সব বক্তৃতা ভিয়েনায় দিয়েছিলেন তার জন্য সেই অস্ট্রীয় মহিলা বেশ মোটারকম দক্ষিণা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সব টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ভিয়েনার অভুক্ত শিশুদের মুখে কিছু আহার তুলে দেবার জন্য এই টাকাটা যেন খরচ হয়। রবীন্দ্রনাথের এ হেন উপহার সেদিন অস্ট্রীয়বাসীদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপ ভ্রমণে বিখ্যাত মণীষীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটেছিল তেমনি রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। যে অভিজ্ঞতার সারটুকু পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা দানে সহায়তা করেছিল।

Reference:

১. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, ‘পিতৃস্মৃতি’, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ লিমিটেড ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৫, পৃ. ১৬৫
২. তদেব, পৃ. ১৬৬
৩. তদেব, পৃ. ১৬৭
৪. তদেব, পৃ. ১৬৭
৫. তদেব, পৃ. ১৬৮
৬. তদেব, পৃ. ১৭০
৭. তদেব, পৃ. ১৭১
৮. তদেব, পৃ. ১৭৩
৯. তদেব, পৃ. ১৭৪